প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি, ১৬টিতে মিল

নিরাপদ ক্যাম্পাস ও শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশের দাবিতে ডাকসু নির্বাচনে সাতটি বাম ছাত্র সংগঠনের প্যানেল প্রতিরোধ পর্ষদের নেতারা মঙ্গলবার বিক্ষোভ মিছিল বের করে। কার্যকর ছাত্র সংসদ প্রতিষ্ঠায় তারা শিক্ষার্থীদের সমর্থন চান - সমকাল

মাজহারুল ইসলাম রবিন ও যোবায়ের আহমদ

প্রকাশ: ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ | ০৬:৩২

- অ +

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীরা ব্যস্ত সময় পার করছেন। প্রতিদিন ভোটারের কাছে তারা ব্যক্তিগতভাবে নানা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। এ পর্যন্ত ছয়টি প্যানেল ইশতেহারের মাধ্যমে লিখিত প্রতিশ্রুতি

ঘোষণা করেছে। তাদের ইশতেহার বিশ্লেষণ করে গেস্টরুম-গণরুম সংস্কৃতির বিলোপ, আবাসন সমস্যার সমাধান, খাবারের মানোন্নয়নসহ ১৬টি প্রতিশ্রুতিতে মিল পাওয়া গেছে।

গত ২৮ আগস্ট ইশতেহার দেয় ছাত্রদল। বিজয়ী হলে ১০ দফায় মোট ৭৫টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেন সংগঠনের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম। ৩০ আগস্ট মধুর ক্যান্টিনে আট দফা ইশতেহার ঘোষণা করে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ (বাগছাস) সমর্থিত 'বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ' প্যানেল। ভিপি প্রার্থী আবদুল কাদের, জিএস প্রার্থী আবু বাকের মজুমদার ও এজিএস প্রার্থী আশরেফা খাতুন নানা প্রতিশ্রুতির কথা জানান। ৩১ আগস্ট মধুর ক্যান্টিনে ইশতেহার দেয় সাতটি বাম ছাত্র সংগঠনের প্যানেল 'প্রতিরোধ পর্ষদ'। ১৮ দফা ইশতেহার ঘোষণা করেন প্যানেলের জিএস প্রার্থী মেঘমল্লার বসু।
১ সেপ্টেম্বর ডাকসু ভবনের সামনে ইসলামী ছাত্রশিবির ১২ মাসে ৩৬টি বিষয় সংস্কার করার লক্ষ্য জানিয়ে ইশতেহার দেয়। তাদের 'ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট'-এর পক্ষে ইশতেহার ঘোষণা করেন এজিএস প্রার্থী মহিউদ্দিন খান। একই স্থানে বিকেলে ১৩ দফা ইশতেহার দেয় ইসলামী ছাত্র আন্দোলন সমর্থিত 'সচেতন শিক্ষার্থী সংসদ' প্যানেল। সর্বশেষ গতকাল মঙ্গলবার মধুর ক্যান্টিনে ১১ দফা ইশতেহার দেন 'স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য' প্যানেলের ভিপি প্রার্থী উমামা ফাতেমা।

ইশতেহারে যেসব বিষয়ে মিল

সব প্যানেলের ইশতেহারে শিক্ষার্থীদের আবাসন সমস্যা সমাধানের অঙ্গীকার করা হয়েছে। প্যানেলগুলোর ভাষ্য, নির্বাচিত হলে একটি পূর্ণাঙ্গ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় বিনির্মাণে কাজ করবেন প্রার্থীরা। প্রথম বর্ষ থেকেই শিক্ষার্থীদের বৈধ সিটের ব্যবস্থা করা হবে।

ছাত্রদল, ছাত্রশিবির, স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্যসহ অন্যান্য প্যানেলের ইশতেহারে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা পেয়েছে হলগুলোর গণরুম-গেস্টরুম সংস্কৃতির বিলোপ। প্রার্থীদের ভাষ্য, আবাসন সমস্যাকে পুঁজি করে বিগত সময়ে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র

সংগঠনগুলো দলীয় কর্মসূচিতে যাওয়ার বিনিময়ে গণরুমে শিক্ষার্থী তুলত। এক কক্ষে অসংখ্য শিক্ষার্থী মানবেতর জীবন যাপন করে। আর ম্যানার শেখানোর নামে গেস্টরুমে ডেকে শিক্ষার্থীদের নির্যাতন করা হয়। নির্বাচিত হলে এ দুটি প্রথা বিলোপ করা হবে।

নির্বাচনে ছাত্রীদের ভোট গুরুত্বপূর্ণ- বিবেচনায় নিয়ে প্যানেলগুলো ইশতেহারে নিরাপত্তা নিশ্চিত, হলে প্রবেশের সময়সীমা বৃদ্ধি, মাতৃত্বকালীন ছুটি ও ক্লাস উপস্থিতি শিথিল, স্যানিটারি প্যাড বিতরণ, সাইবার বুলিং প্রতিরোধসহ নানা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যসেবার বিষয়ও গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা হয়েছে ইশতেহারে। স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে শিক্ষার্থীদের জন্য বীমা চালু, মেডিকেল সেন্টারের আধুনিকীকরণ, বিভিন্ন হাসপাতালের সঙ্গে চুক্তি, হলগুলোতে ফার্মেসি প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। গবেষণাগার আধুনিকায়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ, পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ তৈরি, বিদেশে অবস্থানরত অ্যালামনাইদের সম্পৃক্তি, গবেষণা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দিয়েছে প্যানেলগুলো।

ছাত্রদলের ইশতেহারে বলা হয়েছে, গেস্টরুম-গণরুম সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক দমনপীড়ন চিরতরে বন্ধ করা হবে। পুরো ক্যাম্পাস সিসিটিভি ক্যামেরার অধীনে আনা, টিএসসিতে মেন্টাল ওয়েলবিয়িং সেন্টার গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে।

ছাত্রশিবির ইশতেহারে নিরাপদ ক্যাম্পাস, আবাসন সংকটের সমাধান, নারী শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা, চিকিৎসা সুবিধা ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবার, উন্নত পরিবহন এবং ক্যারিয়ার গঠনে পর্যাপ্ত তথ্য ও সেবাকে ‘হ্যাঁ’ এবং কর্তৃত্ববাদী রাজনীতি, ইসলামোফোবিয়া ও সাইবার বুলিংকে ‘না’ ক্যাটেগরি করে তা পূরণের অঙ্গীকার করেছে।

বাগছাস ইশতেহারে গুরুত্ব দিয়েছে আবাসন সমস্যা সমাধানে। ‘ওয়ান স্টুডেন্ট, ওয়ান সিট’ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কাজ করবে তারা। প্রতিরোধ পর্ষদ প্যানেলের ইশতেহারে একাডেমিক ক্যালেন্ডারে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের তারিখ সুনির্দিষ্ট এবং গবেষণা খাতে অন্তত ১০ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

উমামা-সাদীর ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য’ প্যানেলের ইশতেহারে গুরুত্ব পেয়েছে ক্যাম্পাসকে দলীয় প্রভাবমুক্ত করা এবং শিক্ষার্থীদের খণ্ডকালীন চাকরি নিশ্চিতের বিষয়। পরিবহনকে অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের অন্যতম সমস্যা চিহ্নিত করেছে সব প্যানেল। এটি সমাধানে বাসের ট্রিপ বৃদ্ধি, শিক্ষার্থীদের বাসের অবস্থান জানাতে ট্র্যাকিং চালু, ক্যাম্পাসে শাটল সার্ভিস চালুর বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্যের পরিবহন-বিষয়ক সম্পাদক প্রার্থী রাফিজ খান বলেন, অধিকাংশ আবাসিক শিক্ষার্থী বাস ব্যবহার না করেও বছরে এক হাজার ৮০ টাকা দিচ্ছেন। নির্বাচিত হলে এটি বাতিলে উদ্যোগ নেব।